সুকুমার রায়

সৃষ্টি ও স্রষ্টা

সম্পাদনা
সনৎকুমার নস্কর

সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে

Sukumar Roy : Srasta O Sristi
Collection of Essays on Sukumar Roy,
Compiled and Edited by Sanatkumar Naskar
Published by VIDYA, February, 2017
Price Rs. 260.00

গ্রন্থস্বত্ব
প্রকাশক
প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২৩,
ফেব্রুয়ারি, ২০১৭
প্রকাশক
সুনীল ভট্টাচার্য ॥ বিদ্যা
১১, রাজা রামমোহন রায় রোড, নবপল্লি বারাসাত, কলকাতা-১২৬
চলভাষ : ৯২৩৯৮ ৭৯৯৩৪
অক্ষর বিন্যাস
তনুশ্রী লেজার সেন্টার
২৩১/২বি, এ. পি. সি. রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৪
মুদ্রণ
ডি ডি অ্যাণ্ড কোম্পানি
৬৫ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৯
পরিবেশক
জে. এন. ঘোষ অ্যান্ড সন্স
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩; দূরভাষ : ০৩৩ ২২৪১-৭৫১৯
●
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩; দূরভাষ : ০৩৩ ২২৪১-২৩৩০
●
প্রজ্ঞা বিকাশ
৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা- ৯; দূরভাষ : +৯১ ৯৮৩০৮ ৪৯৩৪৮
●
দে বুক স্টোর
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩; দূরভাষ : ০৩৩ ৬৪৫৫-২২৪৫
●
নিউ বইপত্র
৭৭, মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা- ৯; দূরভাষ : +৯১ ৯০০৭১ ৩০৫৮১
ISBN : 978-93-83093-45-8
মূল্য : ২৬০.০০ টাকা

প্রকাশকের নিবেদন

সুকুমার রায়। বাঙালির আশৈশবের সঙ্গী এই প্রণম্য নামের প্রতি এক সশ্রদ্ধ নিবেদনের অনেকদিনের ভাবনা ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক ড. সনৎকুমার নস্করের। ভাবনা ছিল অন্যতর দৃষ্টিকোণে এই প্রতিভার এক স্বতন্ত্র মূল্যায়নমালা দিয়ে গ্রন্থিত হবে একটি গ্রন্থ। শুধুই ছড়াকার নয়, তাঁর প্রতিভার অন্যান্য প্রান্তেও আলোকপাত প্রয়োজন ছিল। এর ফলে আগামী প্রজন্মের কাছে উন্মোচিত হবে তাঁর এক সম্পূর্ণ পরিচয়—এই রকম একটি ভাবনা থেকেই তাঁর এই গ্রন্থ পরিকল্পনা। এই ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার তাগিদ এল সুকুমার রায়ের ১২৫ বছর পূর্তির নির্ঘণ্ট নিকটবর্তী হওয়াই। তবে সময়কে জয় করা যায়নি। প্রকাশনা সূত্রেই দীর্ঘ দিন ধরে সনৎবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয়। তাঁর এই বই প্রকাশের জন্য তিনি আমাকেই দায়িত্ব দিতে চাইলে সানন্দে রাজি হলাম—হয়তো তাঁর প্রস্তাবে আমার ইচ্ছাপূর্তির আনন্দও অনুভব করেছিলাম। তবে বলে রাখা ভালো বইটির সামগ্রিক পরিকল্পনা সনৎবাবুর—তিনিই এই বাংলার অনেক অধ্যাপক অধ্যাপিকাকে, সুকুমার রায় সম্পর্কে তাঁদের চিন্তাভাবনাকে একটি সারস্বত আগ্রহ থেকে বিশ্লেষণ করতে অনুরোধ করেন। শুধু আস্বাদন নয়, বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হোক সুকুমার রায়ের এক সম্পূর্ণ পরিচয়, এই চিন্তায় তিনি ভাবতে অনুরোধ করেন তাঁর পরিকল্পিত গ্রন্থের লেখকদের। তাঁর আহ্বানে উপস্থাপিত করেছেন তাঁদের ভাবনা, তাঁদের অন্তরের সুকুমার-প্রেমকে জারিত করেছেন অ্যাকাডেমিক আগ্রহের বৃত্তে। এইভাবেই এই বইয়ের জন্ম।

এই সূত্রে সমস্ত লেখক লেখিকাদের বিদ্যা-র পক্ষ থেকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ, তাঁদের মূল্যবান লেখাটি আমাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। অধ্যাপক নস্কর তাঁর পড়াশোনা আর প্রশাসনিক বিবিধ কাজের মধ্যেও যে ভাবে প্রকাশনার সব কাজে আমাদের সঙ্গ দিয়েছেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। মুদ্রণকাজে সর্বতো সাহায্যের জন্য শ্রীরাজু রায় আমাদের সঙ্গে ছিলেন প্রথমাবধি।

সনৎবাবুর যোগ্য সম্পাদনায় প্রস্তুত এই বই সকল সুকুমারপ্রেমী বাঙালি পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে প্রকাশক হিসেবে আমরা ধন্য। ভবিষ্যতে সনৎবাবুর এ ধরনের কোনো পরিকল্পনায় আমরা যুক্ত থাকতে পারলে ভালো লাগবে। ধন্যবাদান্তে,

মাঘ, ১৪২৩
ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

সুনীল ভট্টাচার্য

বিষয়সূচি

সম্পাদকের কথা ৯

সনৎকুমার নস্কর

সুকুমার রায় : জীবনের খুঁটিনাটি ২১

পবিত্র সরকার

সুকুমার রায় : আর-একবার ৩৭

কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী

সুকুমার রায় : একশো বছর পরের উদ্দেশে ৪৫

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

অর্থহীন আজগুবি নয়, প্রবল সমাজ-সচেতন ৫২

শ্যামল চক্রবর্তী

সুকুমার রায়ের বিজ্ঞান-ভুবন ৬১

হেমন্তকুমার আঢ্য

দুই বন্ধু : সুকুমার ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ৭০

শুভঙ্কর রায়

'টুটিল কি আজি ঘুমের ঘোর?' : সুকুমার সাহিত্যে রাজনীতি-চিন্তা ৭৯

মননকুমার মণ্ডল

জীবজন্তুর গল্পের আশ্চর্য জগৎ ৯৮

তপোমন ঘোষ

হ য ব র ল : উদ্ভটের সাম্রাজ্য ১০৮

আশিস পাঠক

সকরুণ বেণু বাজায়ে... ১২৭

তন্ময় বীর

অসম্ভবের সুকুমার-শৈলী ১৩৪

আনন্দময় ভট্টাচার্য

সুকুমার রায়ের ছড়া আর কবিতা : একটি শৈলীতাত্ত্বিক পরিক্রমণ ১৪৫

আকাশ বিশ্বাস

সুকুমারী সৌকুমার্য : কাব্যে উপেক্ষিত সপাদ শতবর্ষ ১৫৭

জীবজন্তুর গল্পের আশ্চর্য জগৎ

মননকুমার মণ্ডল

সুকুমার রায়ের গল্প বাংলা শিশুসাহিত্যের সম্পদ। যোগীন্দ্রনাথ সরকার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পর সুকুমারের সাহিত্য বাংলা শিশুসাহিত্যকে সাবালক করে তুলেছিল। কিন্তু সুকুমারের গল্প শুধুমাত্র শিশুদের নয়, বড়োদের চেতনাকেও সঞ্জীবিত করে আসছে এতকাল। কথন-বাচনে, দৈনন্দিন জীবনচর্যায় সুকুমারের বিভিন্ন বাক্যবন্ধ ও শব্দাবলি সুভাষিতে রূপান্তরিত। *আবোল-তাবোল*-এর জগৎ কিংবা *খাই-খাই*-এর জগৎ যেমন বাঙালি-মননে নিখাদ ফ্যান্টাসির রূপময়তাকে তুলে ধরে তেমনই মধ্যবিত্তীয় গ্লানিময়তার মধ্যে তৈরি করে ছদ্ম-অন্তর্ঘাতের অভীপ্সা; যে জীবন পাওয়া হল না, দেখা হল না অথবা আর ফিরে আসবে না তার কথা। মাত্র ছত্রিশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবন ছিল এই অবিস্মরণীয় প্রতিভার; তার মধ্যে অতি সংক্ষিপ্ত সাহিত্যজীবন। সাকুল্যে গোটা আষ্টেক নাটক, গোটা দুই কাব্যগ্রন্থ ও বেশ কিছু কবিতা, খান বিশেক প্রবন্ধ ও বিভিন্ন শিশুকিশোর পাঠ্য গল্প ও রচনা— এই তাঁর রচনা-ভাণ্ডার। আর এরমধ্যে তাঁর 'জীবজন্তুর গল্প'-র সংখ্যা প্রায় সাঁইত্রিশ; সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত *সুকুমার সাহিত্য সমগ্র*-তে এই রচনাগুলি সংকলিত করা হয়েছে। আসলে 'জীবজন্তু' নাম দিয়ে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে 'সন্দেশ'-এ প্রকাশিত রচনাগুলিকে একত্রে প্রকাশ করা হয়েছিল ১৯৭৪ সালের অক্টোবরে। রচনাগুলি প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল 'সন্দেশ' পত্রিকায় ১৩২১ থেকে ১৩৩০ বঙ্গাব্দের মধ্যে। এ ধরনের রচনা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর লেখনীতেও পাওয়া যায়। জীবজন্তুর রচনাগুলি সম্পূর্ণ গল্পের আকার ধারণ করে না; কিন্তু কাহিনিকথনের এক আলগা ধরনের প্যাটার্ন রচনাগুলিকে অপূর্ব স্বাদুতায় শিশু-কিশোরপাঠ্য থেকে সর্বজনপাঠ্য করে তোলে। সন্দেশের পাতায় বাংলা শিশুসাহিত্যের যে অবিস্মরণীয় জগৎ ডানা মেলেছিল সুকুমার রায়ের সাহিত্য ও অলঙ্করণ ছিল তার অন্যতম আশ্রয়।

এক.

প্রেসিডেন্সি-তে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে অনার্স কোর্স অধ্যয়নের পর সুকুমার রায় বিলেত গিয়েছিলেন ফটোগ্রাফি ও মুদ্রণের কাজ শিখতে। এসময় তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুপ্রসন্ন বৃত্তি পান (১৯১১)। ঠাকুর পরিবারের পর সম্ভবত এই একটি পরিবারই সে সময় এমন কাজ করতে পারত। পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বাংলা মুদ্রণ ও অলঙ্করণে যুগান্তর এনেছিলেন একথা আমরা সকলেই জানি। তিনি যুবক সুকুমারকেও সেদিকে আকর্ষণ করিয়েছিলেন যা পরবর্তীকালে বাংলা শিশুসাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলে সন্দেশের পাতায় চিহ্নিত হয়ে আছে। সুকুমারের সাহিত্যে বিজ্ঞানদৃষ্টির সঙ্গে মিশেছিল তাঁর শিক্ষিত জীবনবোধ। বিলেতে থাকাকালীন হাফটোন প্রিন্টিং, আধুনিক ফটোগ্রাফি ইত্যাদি নিয়ে পাতার পর পাতা নেওয়া নোট প্রমাণ করে তাঁর অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং শিক্ষিত মেধার

কথা। এসব শিক্ষার প্রায়োগিক ক্ষেত্র ছিল 'সন্দেশ'-এর পাতা। উপেন্দ্রকিশোরের সম্পাদনায় সচিত্র মাসিকপত্র 'সন্দেশ' প্রকাশ পায় ১৯১৩ সালে, রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির বছরে। বিলেত থেকে শিক্ষিত ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত সুকুমার সন্দেশের পাতা ভরিয়ে তুলবেন অলঙ্করণে নতুন চিত্রাঙ্কন ও আধুনিক বিন্যাসের অপরূপতায়— এমনই ভাবনা ছিল উপেন্দ্রকিশোরের। বিলেত থেকে সুকুমারের প্রত্যাবর্তনের অল্পকাল পরেই ১৯১৫ সালে পিতা উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যু হয়। তখন থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত আমৃত্যু সুকুমার ছিলেন সন্দেশের লেখক ও সম্পাদক। জীবনীমূলক ও জীবজন্তুবিষয়ক রচনাগুলি এই সন্দেশের পাতাতেই ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই দু-ধরনের লেখাগুলি তাঁর জীবদ্দশায় গ্রন্থভুক্ত হয়নি, এমন কোনো ইচ্ছাও সুকুমার প্রকাশ করেছিলেন বলে জানা যায় না। জীবজন্তু বিষয়ক সুকুমারের এই রচনাগুলিকে সাহিত্যিক সুকুমারের অনুসন্ধিৎসু শিল্পীমনের এক অপূর্ব প্রকাশ হিসেবে দেখা যেতে পারে। সময়বিশেষে যেগুলির মধ্যে সমকালীন কলোনি-মন ও মানসিকতা এবং তার থেকে উৎক্রান্ত হবার ম্যাজিকাল অভীপ্সা পরিদৃশ্যমান।

সুকুমারের বিজ্ঞানদৃষ্টি তাঁর রচনায় এনেছিল এক নির্মোহ মানববোধ এবং বিচারবোধের সূক্ষ্মতা। শিশুমনের উপযোগী বিশ্বদৃষ্টি তাঁর এ ধরনের রচনাগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশই শুধু নয় বিভিন্ন মহাদেশের বিচিত্র জীবজন্তুর পরিচয় তিনি তুলে ধরেন গল্পগুলির নির্মোকে; সর্বোপরি সে-গল্প মুখে বলার ঢং-এ ভরিয়ে তুলত 'সন্দেশ'-এর পাতা। পিতা উপেন্দ্রকিশোরের রচনার মধ্যেও এই জীবজন্তুর পরিচয়ভিত্তিক গল্প ছিল। কিছু ক্ষেত্রে পিতা-পুত্র একই বিষয় নিয়ে লিখেছেন। সেগুলির তুলনামূলক আলোচনায় আমরা পরে আসব। জীবজন্তু বিষয়ক রচনাগুলি উপস্থাপিত হয়েছে কাহিনিকথনের মৌখিক প্যাটার্নের মাধ্যমে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ-মহাদেশের জীবজন্তুদের সঙ্গে পরিচিতি ঘটানোর একটা আপাত উদ্দেশ্য আছে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে তার সুদীর্ঘ ইতিহাসের পর্যায়ক্রমিক বিবর্তনের সঙ্গে অবহিত করার দায় নিয়েও যেন কথক একইরকম ভাবে যত্নশীল। জীবজন্তুগুলির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত সজীব ও ঐতিহাসিক। সেই সম্পর্কসূত্রে কখনো আমেরিকা কখনো আফ্রিকার বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদের কথা উঠে আসে। তবে *হিতোপদেশ*-এর গল্পের মতো কোনো নীতিকথার আদল চারিয়ে দেওয়ার প্রবণতা সেখানে থাকে না। কথক নিজের দায় সম্পর্কে কখনোই দ্বিধান্বিত নন, বরং নৈতিকতার জায়গায় রূপকের চমক জেগে ওঠে কখনো-সখনো। এ গল্প যেমন বৈঠকখানায় বলা গল্পের মতো এলায়িত নয় তেমনি শিক্ষিত যুবকের নতুন আহরিত জ্ঞানসন্দর্ভের বিবরণের অতিকথন দোষেও দুষ্ট নয়। নীতিবাগীশ সর্বজ্ঞ কথকের পরিবর্তে তীক্ষ্ণ, আধুনিক অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে কথক বুনে চলেন তাঁর গল্পমালা।

বুদ্ধদেব বসু সুকুমারের সাহিত্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁর রচনার 'বিশেষভাবে সাবালকপাঠ্য' গুণটির কথা উল্লেখ করেছিলেন। শুধু হাস্যরসিকতার মধ্যেই যে তাঁর রচনার আবেদন সীমাবদ্ধ নয় সে সম্পর্কে বুদ্ধদেব নিঃসংশয় ছিলেন। সুকুমারের রচনার আলোচনা